সিউড়িতে এবার নবযুগের ছোঁয়া ! লিফট থেকে আধুনিক পার্কিং; বদলে যাচ্ছে বীরভূমের জেলা সদর স্টেশন

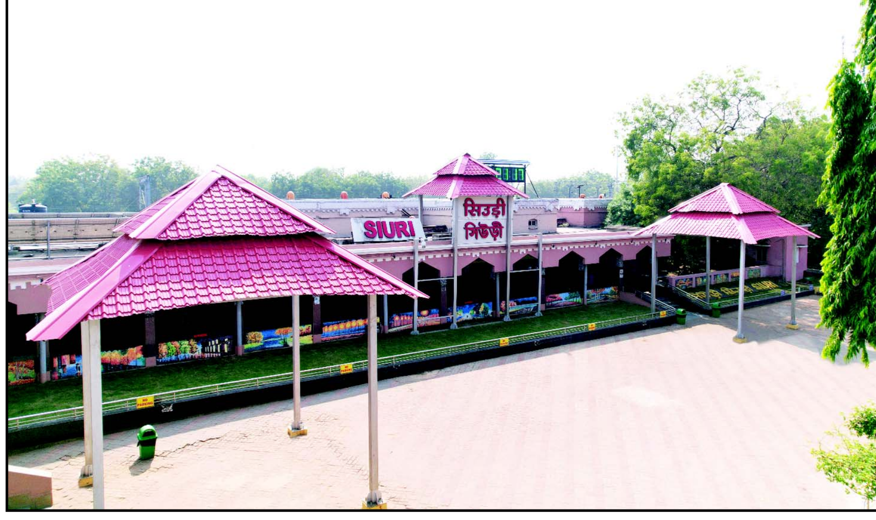

কলকাতাঃ বীরভূমের লাল মাটির বুক চিরে যখন রেলের বাঁশি বাজে, তখন তাতে মিশে থাকে এক আশ্চর্য মায়া। সেই মায়ার শহর সিউড়ি। জেলা সদর হলেও সিউড়ির একটা নিজস্ব মন্থর ছন্দ আছে, আছে ইতিহাস আর ঐতিহ্যের এক গভীর শিকড়। সেই চেনা সিউড়ি স্টেশনই এখন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সৌজন্যে কেন্দ্র সরকারের 'অমৃত ভারত' প্রকল্প।সিউড়ি স্টেশনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি ব্রিটিশ আমল থেকেই রেশম আর নীল চাষের এক প্রধান যোগসূত্র ছিল। এককালে এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পা রেখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁর স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে যে বীরভূমের রুক্ষ কিন্তু প্রাণবন্ত রূপ ফুটে উঠেছে, সিউড়ি তারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু সময়ের ধুলোয় সেই গরিমা কিছুটা ম্লান হয়েছিল। অমৃত ভারত প্রকল্পের হাত ধরে সেই ঐতিহ্যের গায়েই এখন আধুনিকতার প্রলেপ পড়ছে। প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যায়ে সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনের এই ভোলবদল নিশ্চিতভাবেই বীরভূমের মানুষের জন্য একটি বড় খবর। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে এই আধুনিকীকরণ সিউড়িকে একটি আধুনিক নাগরিক কেন্দ্রে পরিণত করবে। স্টেশনের নতুন নকশাটি দেখলে চোখে আরাম লাগে। চিরাচরিত একঘেয়ে কংক্রিটের জঙ্গল নয়, বরং বীরভূমের নিজস্ব ঘরানার টেরাকোটা স্থাপত্য আর লোকশিল্পের ছোঁয়া থাকছে স্টেশনের প্রবেশদ্বারে। দেওয়ালে ফুটে উঠছে আলপনা আর বীরভূমের বাউল সংস্কৃতির টুকরো ছবি। প্ল্যাটফর্ম শেল্টার এবং মেঝে উন্নত করা হচ্ছে, যাতে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে যাত্রীরা রক্ষা পান এবং চলাফেরায় সুবিধা হয়। উন্নত সাইনেজ এবং বসানোর ফলে কোন ট্রেন কোথায় এবং কোন কোচ কত নম্বরে আসবে, তা যাত্রীরা সহজেই বুঝতে পারবেন।বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য থাকছে আলাদা সুবিধা এবং ১টি লিফট স্থাপনের ফলে বয়স্ক ও শারীরিক সীমাবদ্ধতা থাকা মানুষের স্টেশনে যাতায়াত অনেক সহজ হবে। পার্কিং এরিয়া এবং সার্কুলেশন এরিয়া উন্নত করার ফলে স্টেশনে ঢোকা এবং বেরোনোর সময় যানজট অনেকটাই কমবে। এই স্টেশনের আধুনিকীকরণ সিউড়ির পর্যটনকে এক লাফে অনেকটা এগিয়ে দেবে। বক্রেশ্বরের তপ্তকুণ্ডে পুণ্যস্নান করতে আসা তীর্থযাত্রী কিংবা তিলপাড়া ব্যারেজের নীল জলরাশি দেখতে আসা পর্যটকদের জন্য সিউড়ি হবে এক আরামদায়ক যাত্রাপথ। এমনকি শান্তিনিকেতন বা তারাপীঠগামী পর্যটকদের জন্য সিউড়ি স্টেশন হয়ে উঠবে এক বিকল্প ও উন্নত ট্রানজিট পয়েন্ট। পর্যটন বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই চাঙ্গা হবে স্থানীয় অর্থনীতি। সিউড়ির বিখ্যাত মোরব্বা থেকে শুরু করে বীরভূমের তাঁত ও হস্তশিল্প; সবই পৌঁছাবে বিশ্ব দরবারে।অমৃত ভারত প্রকল্পের হাত ধরে স্টেশনের এই ভোলবদল যখন সম্পন্ন হবে, তখন স্টেশনে যাত্রীদের হাঁকডাকের সঙ্গে মিলেমিশে যাবে এক আধুনিক নাগরিক আভিজাত্য। সিউড়ি স্টেশন তখন আর পাঁচটা সাধারণ হল্ট নয়, হয়ে উঠবে লাল মাটির দেশের এক জ্যান্ত ক্যানভাস। অতীতের মনীষীদের স্মৃতি আর আগামীর আধুনিক প্রযুক্তি;এই দুইয়ের মেলবন্ধনে সিউড়ি এক নতুন ভোরের অপেক্ষায়।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম দেশের রেল পরিকাঠামোয় এক গভীর পরিবর্তন আনছে। প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন, উন্নত যাত্রী পরিষেবা এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে পুনর্উন্নত সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশন 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি নির্ণায়ক পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে। আধুনিকতা এবং আঞ্চলিক পরিচয়ের এই সুসংগত মিশ্রণ একটি নতুন ভারতের আত্মবিশ্বাস, গতিশীলতা এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে।

রাজ্য সরকার 'বাংলার বাড়ি প্রকল্পে' গরিব মানুষকে দিচ্ছে ঘর

ব্যাপি মন্ডল কোচবিহারঃ কেন্দ্রীয় সরকার যখন বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্য সরকারের বরাদ্দ টাকা আটকে রেখেছে সেই অভিযোগে ইতিমধ্যে যখন দলের পক্ষ থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছে ঠিক সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে গরিব মানুষকে দিচ্ছে ঘর। এই প্রকল্পে তালিকায় নাম থাকলেও জেলায় প্রায় তিন হাজার উপভোক্তাকে বরাদ্দ টাকা পাঠাতে সমস্যায় পড়েছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন।

কোচবিহার জেলা প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় বাংলার বাড়ি প্রকল্পে জেলার ১লক্ষ ১৩ হাজার ৬৬২ জন উপভোক্তাকে দুই দফায় ৬০ হাজার টাকা করে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। চলতি জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় দফায় জেলার আরও ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৮৯ জন উপভোক্তাকে ওই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়।প্রথম কিস্তিতে প্রত্যেককে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। কিন্তু প্রায় তিন হাজার উপভোক্তাকে নানা জটিলতায় টাকা পাঠান যাচ্ছে না। ওই উপভোক্তাদের একাংশের জমি নেই। কিছু অংশের আবার তালিকাভুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুজনিত কারণে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা তৈরি রয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এদিকে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে।

১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনায় বরাদ্দ টাকা আটকে রাখায় সমস্যায় পড়েছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। তাদেরকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুরু করেছেন বাংলার বাড়ি প্রকল্প। এই প্রকল্পে কোচবিহারে প্রায় দুই লক্ষ উপভোক্তাকে সরকারি সাহায্য দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সে ক্ষেত্রে কারো কারো জায়গার সমস্যা থাকায় সাময়িক অসুবিধা হলেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে দ্রুত তাদের কাছে সেই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। এদিকে, কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলা পরিষদ সৌমেন মজুমদার বলেন, একাধিক কারণে কিছু তালিকাভুক্ত কয়েক হাজার উপভোক্তাকে টাকা পাঠাতে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেই বিষয়টি মেটানোর জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

সিতাই ও দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে পৃথকভাবে লড়াই করবে জাতীয় কংগ্রেস

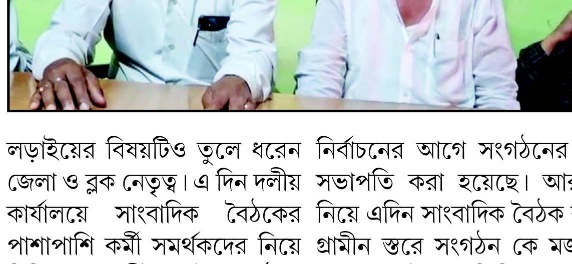

বাপি মন্ডল দিনহাটাঃ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সিতাই ও দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে পৃথকভাবে লড়াই করবে জাতীয় কংগ্রেস। ইতিমধ্যে দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই দুই কেন্দ্রের জন্য তিনটি করে নাম প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিনহাটায় জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানান জেলা ও ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন সাংবাদিক বৈঠক উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রবিন রায়, দিনহাটা এক ব্লক সভাপতি আতোয়ার হোসেন চৌধুরী, জেলা সহ-সভাপতি হরিহর রায় সিংহ, বছির মিয়া, যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুকমল বর্মণ। দলের দিনহাটা এক ব্লকের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আতোয়ার হোসেন চৌধুরী। এরপরেই এ দিন সাংবাদিক বৈঠক করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি নির্বাচনে লড়াইয়ের বিষয়টিও তুলে ধরেন জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব। এ দিন দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকের পাশাপাশি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে কর্মী সমর্থকরা। বৈঠকে বিধানসভা নির্বাচনে একদিকে বিজেপি অন্যদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দিনহাটাও সিতাই কেন্দ্রে তিনজন করে প্রার্থীর নাম রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে বলেও জানালেন জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব। এদিকে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের জেলা নেতৃত্ব দিনহাটা এক নং ব্লক কংগ্রেসের দায়িত্ব আতোয়ার রহমান চৌধুরী হাতে তুলে দিয়েছেন। তাকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনের ব্লক সভাপতি করা হয়েছে। আর এ নিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে গ্রামীন স্তরে সংগঠন কে মজবুত করার বার্তা দেন তিনি। এমনকি বিধানসভা নির্বাচনের আগে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে কংগ্রেসের প্রচারের পাশাপাশি বিরোধীদের কুৎসা অপপ্রচার তুলে ধরার আহ্বান জানান নেতাকর্মীদের। এ বছরের বিধানসভা নির্বাচনে একাই লড়াই করতে চলেছে কংগ্রেস সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সংগঠনকে মজবুত করতে ময়দানে নেমে পড়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব তা বলাই যায়।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি জানাল নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ

বাপি মন্ডল দিনহাটাঃ এসআইআর বিচার প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি জানাল নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ। সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার দিনহাটার মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে এই দাবি জানান হয়। এদিন এই ডেপুটেশন প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলে রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ, জেলা সম্পাদক আবেদ আলী, জাকারিয়া হোসেন, ওয়াহিদ খন্দকার, অশোক মিঞা প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলে রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ,জেলা সম্পাদক আবেদ আলী প্রমুখো জানিয়েছেন,থেকে বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখা ছাড়াও নির্বাচন কমিশনের কাগজপত্রে যে টাইপিং ভুল করা হয়েছে তার দায় জনগণের উপর চাপানো বন্ধ করা হোক সেই সব দাবি তুলে ধরা হয়েছে।

এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের অনুপস্থিতিতে প্রশাসনিক ভাবে অন্ন আধিকারিকদের হাতেই দাবি পত্র তুলে দেওয়া হয়। দাবিপত্র প্রদানের পর সাংবাদিক বৈঠক করে সংগঠনের আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন নেতৃত্ব। সংগঠনের নেতা দাবি গুলি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

HINDUJA HOUSING FINANCE

হিন্দুজা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
৭/১, লর্ডস বিল্ডিং, লর্ডস সিনহা রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

পরিশিষ্ট-৪ক
[বিধি ৮(৬) এর প্রোভিসো দেখুন]

নিলাম-সহ বিক্রয়ের জন্য জনস্বার্থে (পরিশিষ্ট-৪এ) (বিধি ৮(৬)

হিন্দুজা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড (এইচএইচএফ)-এর কর্পোরেট অফিস ১৬৭-১৬৯, ২য় তলা, লিটল মাউন্ট, সাইদাপেট, চেন্নাই- ৬০০ ০১৫ এবং শাখা অফিস:- হিন্দুজা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, লর্ডস বিল্ডিং, ৭/১ লর্ডস সিনহা রোড, লর্ডস বিল্ডিং গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১-এর কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়। দি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ (এরপরে ''আইন")। যেহেতু এইচএইচএফ-এর অনুমোদিত আধিকারিক (''এও") নিম্নলিখিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন/আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্ট/সম্ভাবনা নম্বরে। ''যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে এবং যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে" বিক্রি করার অধিকার সহ, যার বকেয়া আদায়ের জন্য ২,৫০,০০০/- টাকা (পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হবে।

ক্রম নং	দেনাদার(গণ)/ সহ-দেনাদার(গণ)/ জামিনদার(গণ)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং অর্থাঙ্ক	সুরক্ষিত সম্পত্তি/স্থাবর সম্পদের বিবরণ	প্রতীকী দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য	সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ
১.	শ্রী সুভায়ন গাঙ্গুলি (দেনাদার) **WB/KLK/KLKT/ A000000246**	তারিখ - ১৭.০৯.২০২৪ অর্থাঙ্ক ৫৮০০০০০/- (আঠান্ন লক্ষ টাকা)	১বি নম্বর ফ্ল্যাটের পুরোটাই, পূর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের প্রথম তলায়, যার আয়তন প্রায় ১৩৭৩ বর্গফুট এবং একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নিচতলায় জায়গা, প্রায় ৫ খণ্ড জমির উপর অবস্থিত কাঠা ০২ ছটাক ১১ বর্গফুট, প্রাঙ্গণ নং ৮২/৯সি, বালিগঞ্জ প্লেস, থানা গড়িয়াহাট, কলকাতা, কলকাতার ৬৮ নং বরো ৮, ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে পৌর কর্পোরেশন (এরপরে উল্লিখিত সম্পত্তি হিসাবে উল্লেখ করা হবে)। ১ (এক) স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট/ ফ্ল্যাট বিয়ারিং প.১বি এর টুকরো এবং পার্সেল, ভবনের পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১ম তলায় অবস্থিত, যার আয়তন প্রায় ১৩৭৩। বর্গফুট (সুপার বুল্ট আপ এরিয়া) যার মধ্যে ৩টি শয়নকক্ষ, ১টি ডাইনিং রুম এবং ১টি ড্রয়িং রুম, ১টি রান্নাঘর ঘর, ১টি বারান্দা এবং ২টি বাথরুম-কাম-প্রাইভেট থাকবে, যার সাথে অবিভক্ত ১৩.৪৩ শতাংশ জমি থাকবে, যা উক্ত ইউনিট/ফ্ল্যাট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেসের সাথে সম্পর্কিত এবং/অথবা সম্পর্কিত। সাধারণ এলাকা, সুযোগ-সুবিধা, সুবিধা এবং অন্যান্য বিষয়গুলি লিখিত এবং/অথবা প্রদত্ত প্রথম তালিকা সম্পত্তিতে এবং এর অধীনে উত্তরে - ৮২/বি নং প্রাঙ্গণের অংশ অনুসারে, বালিগঞ্জ স্থান ; দক্ষিণে , পূর্ববর্তী ৮২/বি নম্বর প্রাঙ্গণের জমি থেকে তৈরি একটি সাধারণ আংশিকভাবে ২০ ফুট এবং আংশিকভাবে ৪০ ফুট প্রশস্ত পথের ধারে, বালিগঞ্জ স্থান; পূর্বে - ৮২/৯ডি নম্বর প্রাঙ্গণের অন্য অংশের ধারে, বালিগঞ্জ স্থান; পশ্চিমে, ৮২/৯এ এবং ৮২/৯বি নম্বর প্রাঙ্গণের ধারে, বালিগঞ্জ স্থান, কলকাতা।	০৪.১২.২০২৪ ৫০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র)	২৫০০০০০/- (পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র)	ইএমডি-এর শেষ তারিখ ১৫.০৩.২০২৬ বিকেলে ৫টা পর্যন্ত
২.	শ্রীমতী আবোদিতা গাঙ্গুলি (সহ-দেনাদার)				ইএমডি ২৫০০০০/-	নিলামের তারিখ/সময় ১১.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ঠিকানা-৭/লর্ডস সিনহা রোড প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০৭১

অর্থপ্রদানের পদ্ধতি: -
সমস্ত অর্থপ্রদান কলকাতায় প্রদেয় হিন্দুজা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেডের অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফট/পিও-এর মাধ্যমে অথবা আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে করা হবে। অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিম্নরূপ: ক) অ্যাকাউন্টের নাম: - হিন্দুজা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, খ) ব্যাঙ্কের নাম: - এইচডিএফসি।

ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী: -

১. সম্পত্তিটি ''যেখানে যেমন আছে, যা আছে এবং রিকোর্স ছাড়াই" বিক্রি করা হচ্ছে। যেহেতু বিক্রয় কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হচ্ছে।
২. সম্পত্তি/সম্পত্তির বিবরণ (যেমন ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ এবং পরিমাপ) সুরক্ষিত পাওনাদারের সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না। প্রকৃত বিদ্যমান এবং মাত্রা ভিন্ন হতে পারে।
৩. সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক জারি করা ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সাধারণ জনগণকে তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য একটি আমন্ত্রণ এবং এটি সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটিও বিবেচিত হবে না। আগ্রহী দরদাতাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সুরক্ষিত পাওনাদারের সাথে মালিকানা দলিলের কপিগুলি পর্যালোচনা করার এবং সম্পত্তি/সম্পদ এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান/যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৪. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য, আগ্রহী দরদাতাদের ডিমান্ডের মাধ্যমে রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ (উপরে উল্লিখিত হিসাবে) ফেরতযোগ্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ''হিন্দুজা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড"-এর পক্ষে ১৫/০৩/২০২৬ তারিখের মধ্যে বা তার আগে ড্রাফট/এনইএফটি/আরটিজিএস জমা দিতে হবে। আগ্রহী দরদাতাদের যথাযথভাবে পূরণ করা বিড ফর্ম এবং ডিমান্ড ড্রাফট ইএমডি-র জন্য প্রেরণের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক মৃণাল দাস সিএলএম, ফোন ৭৪৭৭৮৫৮১৮৫ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। হিন্দুজা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড- হিন্দুজা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর আঞ্চলিক কার্যালয়, ৭/১ লর্ডস সিনহা রোড, লর্ডস বিল্ডিং গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১। সিল করা কভারে ''শ্রী সুভায়ন গাঙ্গুলির সম্পত্তির জন্য ঋণ অ্যাকাউন্ট নং **WB/KLK/KLKT/A000000246**-এ (উপরে উল্লিখিত) ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশগ্রহণের জন্য দর লিখে সুপারস্ক্রিব করা উচিত।
৫. ইএমডি-র মাধ্যমে দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ শেষ হওয়ার পরে, অনুমোদিত আধিকারিক তার দ্বারা প্রাপ্ত দর পরীক্ষা করবেন এবং যোগ্য দরদাতাদের (যারা উদ্ধৃত করেছেন) বিশদ নিশ্চিত করবেন। (রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত দরপত্র জমা দিয়ে এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নির্দিষ্ট ইএমডি প্রদান করে)।
৬. যোগ্য দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিং যোগ্য দরদাতাদের দ্বারা উদ্ধৃত সর্বোচ্চ দরপত্র থেকে শুরু হবে। আন্তঃ-বিডিং প্রক্রিয়া চলাকালীন, প্রতিটি ''১০" মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ থাকবে, অর্থাৎ শেষ বর্ধিত তারিখের ১০ মিনিটের মধ্যে দরপত্র জমা দিলে ই-নিলামের শেষ সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবার ১০ মিনিট করে বাড়ানো হবে।
৭. একবার দরপত্র জমা দিলে তা বাতিল বা প্রত্যাহার করা হবে না। দরদাতাকে প্রদত্ত ব্যবহারকারী আইডি থেকে করা সমস্ত দরপত্র কেবল তার নিজের দ্বারাই করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।
৮. ই-নিলাম প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে, সর্বোচ্চ দরদাতা তার দ্বারা উদ্ধৃত চূড়ান্ত দরপত্রের পরিমাণ অনুমোদিত আধিকারিক মৃণাল দাস হিন্দুজা হাউজিং লিমিটেড, আঞ্চলিক অফিস অফিস, ৭/১ লর্ডস সিনহা রোড লর্ডস বিল্ডিং গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১ এবং পরিষেবা প্রদানকারী উভয়কেই ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় সফল দরদাতা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য ই-মেইলের মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।
৯. সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের দিনই বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে, যা তার অনুকূলে বাতিল করা হবে এবং বিডের পরিমাণের ৭৫ শতাংশ হিন্দুজা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে ডিডি/পে অর্ডার/এনইএফটি/আরটিজিএস/চক্র কর্তৃক বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে।
১০. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল দরদাতা/নিলাম ক্রেতা উপরোক্ত নির্ধারিত পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, বিক্রয় বাতিল করা হবে এবং ইতিমধ্যে প্রদত্ত পরিমাণ (ইএমডি সহ) বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে।
১১. সফল দরদাতার অনুরোধে, অনুমোদিত আধিকারিক তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিডের পরিমাণের অবশিষ্ট অর্থ জমা দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে আরও সময় দিতে পারেন।
১২. সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ১ শতাংশ টিডিএস (বিক্রয় আয়ের বাইরে) প্রদান করতে হবে এবং অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে টিডিএস সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ (টিডিএস হিসাবে ১ শতাংশ কর্তনের পরে) জমা দিতে হবে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণের ৭তম কার্যদিবসের মধ্যে ইএমডি সমন্বয় করতে হবে। অথবা অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত অন্য বর্ধিত সময়ের মধ্যে, যদি না হয়, তাহলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৩. বিক্রয় শংসাপত্র জারি করার আগে সফল দরদাতাকে পৌর/পঞ্চায়েত কর, বিদ্যুৎ বকেয়া (যদি থাকে) এবং অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের বকেয়া (যদি থাকে) পরিশোধ করতে হবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্ত আইনগত বকেয়া বিবেচনা করে দরপত্র করা হবে।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সফল দরদাতার অনুকূলে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ ক্রয়মূল্য / বিডের পরিমাণ জমা দেওয়ার এবং সমস্ত কর / চার্জ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপন করার পরে।
১৫. পরিবহন, স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।
১৬. অনুমোদিত আধিকারিক কোনও কারণ ছাড়াই ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত / বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় নির্ধারিত তারিখ থেকে ৭ দিন আগে পরবর্তী তারিখে স্থগিত করা হয়, তবে তা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে।
১৭. অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং প্রশ্নাতীত।
১৮. দর জমা দেওয়া সমস্ত দরদাতা ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বলে মনে করা হবে এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন।
১৯. আরও বিস্তারিত জানার জন্য এবং জিজ্ঞাসার জন্য, হিন্দুজা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিকরে সাথে যোগাযোগ করুন: মৃণাল দাস,ফোন ঃ ৭৪৭৭৮৫৮১৮৫
২০. এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) অনুসারে, উপরে উল্লিখিত তারিখ/স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদারদের ৭ম (সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তি।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.০৩.২০২৬

অনুমোদিত আধিকারিক
শ্রী মৃণাল দাস

বিশেষ নির্দেশাবলী/সতর্কতা: দরদাতাদের তাদের নিজস্ব স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডে দরপত্র এড়ানো উচিত। এই ধরনের ক্ষেত্রে দরদাতার পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটি/ব্যর্থতার (ইন্টারনেট ব্যর্থতা, বিদ্যুৎ ব্যর্থতা, ইত্যাদি) জন্য হিন্দুজা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড বা পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি এড়াতে, দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা/বিকল্প যেমন ব্যাক-আপ বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অন্য যা কিছু প্রয়োজন তা করতে যাতে তারা এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে এবং সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস: কলকাতা উত্তর
৪র্থ তলা, ৩৩, এন. এস. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১ এম. নং- ৯১-৮২৪০৪৬০৯৮১/৯১-৭৩৫৪৬৬৫৫৬২
ইমেল: **recoverykolknro@centralbank.bank.in**

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট- ৪-এ (রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলী দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ (৬) এর বিধান সহ পঠিত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং গ্যারান্টারদের (গণ) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সিকিউরডের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। পাওনাদার, বাস্তবিক দখল , প্রতীকী দখল (বিশেষভাবে সম্পত্তির বিপরীতে চিহ্নিত) যা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত পাওনাদার) কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা 'যেমন আছে যেখানে আছে' এবং 'যেমন আছে যা আছেক্ষ্ম' এবং 'যা আছে সেখানে আছে' হিসাবে বিক্রি করা হবে, ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা আদায়ের জন্য নিচে উল্লেখিত মূল্যে। অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তির উপর কোনও দায় নেই। তবে, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির উপর চাপ, নিলামে তোলা সম্পত্তির মালিকানা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। সম্পত্তির বিপরীতে রিজার্ভ মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।
হিসাব/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারের নাম

অ্যাকাউন্টের নাম/দেনাদারগণ ও জামিনদারগণ	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট/দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি)	সম্পত্তির আইডি	১৩(২) তারিখ। ও/এস (টাকায়) লক্ষ টাকায় ১৩(৪) তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি/বিড বর্ধিত পরিমাণ
১. সোনালী সামন্ত শাখা রাজারহাট	সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইলস সমাপ্ত ফ্ল্যাট নং। ৩য় তলার ৩সি, প্রায় ৭৭০ বর্গফুট আয়তনের, যার বিশাল এলাকা কমবেশি, দুটি শোবার ঘর, একটি ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত। এই বহুতল ভবনটি গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্ট আরএস অ্যান্ড এলআর দাগ নং ৪৪৮,৪৪৯ আন্ডার আরএস খতিয়ান নং ১২৭, এলআর খতিয়ান নং ২৪৭১, মৌজা গোপালপুর, জে.এল. নং ২ আরইএসএ নং ১৪০, তৌজি নং ২৯৯৮ থানা-এয়ারপোর্ট। এটি রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার অধীনে ডিএসআর বিধাননগর জেলা ২৪ পরগনা দক্ষিণে অবস্থিত। সম্পত্তিটি নিম্নরূপে বেষ্টিত এবং সীমানাবদ্ধ: উত্তর: ৬ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৪৪৮ এবং ৪৪৯ এর অংশ, দক্ষিণ: ২০ফুট প্রশস্ত পৌর সড়ক (বাবুপাড়া গোপালপুর), পূর্ব: ৬ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিম: আর.এস. ডেগ নং ৪৪৭। নিবন্ধিত মালিক শ্রীমতি সোনালী সামন্ত, দলিল নং ১-৪৯৯৪ ২০২১।	**CBINKOL3413SONALISAMANTA**	২০.০৯.২০২৪ টাকা ১৬.৫১ লক্ষ ২২.১১.২০২৪ (বাস্তবিক দখলের অধীনে)	আরপি: ১৯,৮৮,০০০/- টাকা ইএমডি: ১,৯৮,৮০০/- টাকা বিআইএ: ২০,০০০/- টাকা
২. সোনালী সামন্ত শাখা রাজারহাট	'শিবালয় অ্যাপার্টমেন্ট'-এর একটি আবাসিক বহুতল জি-৫ ভবনের নামকরণ করা হচ্ছে ফ্ল্যাট নং। ব্লক নং এ-এর চতুর্থ তলায় ৪এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০৩ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি শোবার ঘর, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং রয়েছে যার নিচতলায় ১০০ বর্গফুট জায়গা রয়েছে। জে.এল. নং ২, তৌজি নং ২৯৯৮ আরএস দাগ নং ৪৩৩, ৪৩৩ (পি), ৪৪০ (পি) আরএস খতিয়ান নং ১২৮, ৮৪ এবং ১২৭ এর অধীনে, মৌজা গোপালপুর, শ্রী রমেশ মিত্র সরণি, থানা বিমানবন্দর, নারায়ণপুর বটতলা, কলকাতা, জেলা। ২৪ পরগনা উত্তর, পিন ৭০০১৩৬। সম্পত্তিটি নিম্নরূপে বেষ্টিত এবং সীমানাযুক্ত: উত্তর: আবাসিক বাড়ি, দক্ষিণ: ২২ফুট প্রশস্ত পৌর সড়ক (স্যার রমেশ মিত্র সরণি), পূর্ব: খোলা জায়গা (পুকুর) দ্বারা, পশ্চিম: রাসায়নিক কারখানা। নিবন্ধিত মালিক শ্রীমতি সোনালী সামন্ত, দলিল নং ১-২৪৭৭ ২০২২ সালের জন্য।	**CBINKOLK3413SONALISAMANT5G**	২০.০৯.২০২৪ টাকা ২৩.৫৫ লক্ষ ২২.১১.২০২৪ (বাস্তবিক দখলের অধীনে)	আরপি : ২৭,৪২,০০০/- টাকা ইএমডি: টাকা ২,৭৪,২০০/- বিআইএ: ২০,০০০ টাকা

ই-নিলাম	পর্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়	ইএমডি নিলামের পরিমাণ জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ এবং সময়।	ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
উভয় সম্পত্তির জন্য	২০ মার্চ ২০২৬ দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত	১৭ মার্চ ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে শুরু	৩০ মার্চ ২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত	৩০ মার্চ ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত

সারফেসি আইন, ২০০২ এর ৮(৬) বিধি অনুসারে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে নিলাম পরিচালিত হবে: ই-নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট **https://baanknet.com/** ই-নিলাম সংস্থার যোগাযোগের বিবরণ হল:
PSB Alliance baanknet হেল্পডেস্ক নং **+**৯১৮২৯১২২০২২০ ইমেল: **support.baanknet@psballiance.com**
দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ইএমডি পেমেন্ট/রিফান্ড সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের জন্য: ইমেল: **support.baanknet@psballiance.com** কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে হেল্পডেস্ক কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন
দরদাতাদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ধাপ ১: দরদাতা/ক্রেতা নিবন্ধন: দরদাতাকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com/** এ নিবন্ধন করতে হবে
ধাপ ২:সেওয়াইসি যাচাইকরণ: ই-সেওয়াইসি -এর অংশ হিসাবে নথিগুলি সিস্টেম যাচাই করা হবে।
দয়া করে মনে রাখবেন যে ধাপ ১ এবং ২ দরদাতাদের আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডির পরিমাণ: আগ্রহী দরদাতা/ক্রেতাদের নিলামের আগে/সময়ে অনলাইন মোড (যেমন এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাংকিং) ব্যবহার করে ইএমডির পরিমাণ তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে স্থানান্তর করতে হবে। যদি গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ না থাকে, তাহলে সিস্টেম বিড করার অনুমতি দেবে না। নিলামের সময়ের আগে, নিবন্ধন, কেওয়াইসি ডকুমেন্ট যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর অনেক আগেই সম্পন্ন করতে হবে। দরদাতারা একটি বা সমস্ত সম্পত্তির জন্য অফার দিতে পারেন। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, আগ্রহী দরদাতা ই-নিলামের তারিখ পর্যন্ত বিড করতে পারবেন। দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে বিডের সময় পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফারের ক্ষেত্রে দরদাতাদের প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের কোনও সমস্যা এড়াতে, প্রাক-বিড ইএমডি পরিমাণ আগে থেকেই জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
নিলাম প্রক্রিয়া চলাকালীন ইএমডি/বিডিং পরিশোধের জন্য দয়া করে **https://baanknet.com/** এ উপলব্ধ নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।
পদক্ষেপ ৪: দরপত্র প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল: আগ্রহী নিবন্ধিত দরদাতারা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পরে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে দরপত্র জমা দিতে পারবেন।
যদি কোনও সম্পত্তির জন্য একক দরদাতা থাকে, তবে একমাত্র দরদাতাকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে উপরের টেবিলে উল্লিখিত দরপত্র বৃদ্ধির পরিমাণের সমান পরিমাণ তার দরপত্র বৃদ্ধি করতে হবে, অন্যথায় তিনি সফল দরদাতা হিসেবে ঘোষণা করার অধিকারী হবেন না।
নিলামের সময় ইএমডি/বিডিং প্রদানের জন্য দয়া করে **https://baanknet.com/** এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.bank.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১০ মার্চ ২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত কর্মকর্তা, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
ই-মেইল-আইডি: **recoverykolknro@centralbank.bank.in**